ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 115 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৫ ● কলকাতা ● ১৫ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের আগে-পরে হেদিয়ায় আতঙ্কের ছায়া, ‘টার্গেট’ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার?

নিজস্ব সংবাদদাতা

দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনেই ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া। অভিযোগ, সন্ত্রাস এখানে শুধু ভোটের আগের রাতেই সীমাবদ্ধ নয়—বরং শুরু হয় ভোটের আগে, আর তার রেশ টেনে নিয়ে যায় ভোট-পরবর্তী দীর্ঘ সময় জুড়ে। ফলে গ্রামজুড়ে তৈরি হয়েছে স্থায়ী ভয়ের বাতাবরণ, যেখানে সাধারণ মানুষ কার্যত ‘পথস্থ’ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, হেদিয়া শুধু একটি গ্রাম নয়—এখানেই এক দৈনিক কাগজের জন্মস্থান, এবং সেই কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার আজও এই গ্রামেই বসবাস করেন। কিন্তু সেই পরিচয়ই যেন এখন তাঁর জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে।

অভিযোগ উঠেছে, ভোটের আগে থেকেই তাঁকে খুনের ছক কষা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে একাধিক গোপন বৈঠক হয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের একাংশের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা নিয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন—সব মহলেই লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবুও ভোটের দিন পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান নিরাপত্তা মেলেনি।

পরিবারের আতঙ্ক এতটাই তীব্র যে, তাঁরা নিশ্চিত নন—আজ নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছনো সম্ভব হবে কি না। অভিযোগের আঙুল উঠেছে জিবনতলা থানার দিকেও। স্থানীয়দের দাবি, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিগন্ত মন্ডল সবকিছু জেনেও কার্যত ‘না জানার ভান’ করছেন এবং অভিযোগগুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

হেদিয়া ও সংলগ্ন এলাকা থেকে একাধিক অভিযোগ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই বলেই দাবি গ্রামবাসীদের। তাঁদের কথায়, “যেখানে একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকই নিরাপত্তাহীন, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা, তা সহজেই বোঝা যায়।”

দীর্ঘ ২২ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনে একাধিক অশান্তির অধ্যায় জড়িয়ে রয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। বিভিন্ন সময়ে হুমকি, হামলা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা—সবই নাকি পেরিয়ে এসেছেন তিনি। এমনকি প্রাণনাশের আশঙ্কাও একাধিকবার সামনে এসেছে। তবুও তিনি নিজের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন—কলম থামাননি।

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দাদের কথায়, “প্রতিবার ভোট এলেই একই চিত্র। আগে হুমকি, তারপর হামলা, আর পরে দীর্ঘদিন ধরে ভয় দেখানো।” তাঁদের আশঙ্কা, এবারও সেই চক্র ভাঙবে না।

নির্বাচন কমিশনের তরফে বারবার ‘অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট’-এর আশ্বাস দেওয়া হলেও, হেদিয়ার চিত্র যেন সেই দাবির সঙ্গে খাপ খায় না বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রশ্ন উঠছে—অভিযোগের পর অভিযোগ সত্ত্বেও কেন নিরাপত্তা জোরদার করা হল না?

গণতন্ত্রের উৎসবের দিনে হেদিয়ার মানুষের প্রধান চাওয়া এখন একটাই—ভয়মুক্ত পরিবেশ। কিন্তু বাস্তব বলছে, সেই লড়াই এখনও অনেকটাই বাকি।

পর্ব 274

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কয়েক বৎসর বাদে স্ত্রী কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু পুরুষ এক পা কবরে হওয়ার পরেও কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে না। এইজন্যে এর থেকে মুক্তি পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর জন্য বেশী সহজ হয়। **ক্রমশঃ**

হুঁশিয়ারির পরদিনই মুখোমুখি 'সিংহম' অজয়পাল এবং 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে 'সাবধান' হতে 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে গিয়েছিলেন পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা। মঙ্গলবার জাহাঙ্গিরের প্রায় সামনাসামনি হল তাঁর কনভয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে দিয়ে 'সিংহম' অজয়পালের কনভয় যাওয়ার সময় উঠল 'জয় বাংলা' এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান। নেতৃত্বে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির স্বয়ং। এমনকি, বিক্ষোভের জেরে খানিক ক্ষণের জন্য অজয়পালের কনভয়ের পিছনের দিকে কয়েকটি গাড়িও আটকে গেল। ওই বিক্ষোভ নিয়ে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''ওদের কাজ ঠিক না ভুল সেটা কমিশন ঠিক করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ বার ভোট না-দিতে পারলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তখন তৃণমূলকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।''ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরের বাড়িতে সোমবার হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ। নেতৃত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং এ রাজ্যের অন্যতম পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল। ভোটারদের হুমকি দিলে ফল ভাল হবে না, মোটামুটি এটাই জাহাঙ্গিরের পরিচিতদের বুঝিয়ে চলে যান আদিত্যনাথের রাজ্যের 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট'। ওই ঘটনার পরে ওই পুলিশ পর্যবেক্ষকের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। রাতেই জাহাঙ্গির বলেন, ওই পুলিশ আধিকারিক 'সিংহম' হলে তাঁরাও এক এক জন 'পুষ্পা'। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণে কেউ মাথা নত করবেন না।

এমতাবস্থায় মঙ্গলবার সকাল হতেই ফলতা বিধানসভার নানা জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে রুট মার্চ করেন অজয়পাল। খানপাড়া এলাকায় জাহাঙ্গিরের দলীয় কার্যালয়ের ঠিক পাশের পাড়াতেই খোঁজখবর করতে যান পুলিশ পর্যবেক্ষক। গন্ডগোল পাকাতে পারেন এমন কয়েক জনের নামের তালিকা নিয়ে তাঁদের খোঁজ নেন তিনি। সেখান থেকে অজয়পালের গাড়ি করে বার হওয়ার সময় তৃণমূলের লোকজন 'গো ব্যাক', 'জয় বাংলা' প্রভৃতি স্লোগান দিতে শুরু করেন। অজয়পালের গাড়ি বেরিয়ে গেলেও তাঁর কনভয়ের পিছনের দিকে কয়েকটি গাড়ি থমকে যায়।

ঠিক সেই সময় স্লোগানের জোর বাড়ান জাহাঙ্গিররা। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। শুধু শুধু তৃণমূলের লোকজন থেকে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে চাইছেন ওই পুলিশ আধিকারিক। তিনি বলেন, ''ওই পুলিশ অবজ়ার্ভার বিজেপির কথায় চলছেন। শান্ত ফলতাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। এলাকায় গিয়ে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। ভোটারদের তুলেও নিয়ে যাচ্ছেন বলে শুনেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মভূমি। জাহাঙ্গিরের জন্মভূমি। এখানকার মানুষকে চমকাতে পারবে না বিজেপি এবং তাদের কথায় চলা কমিশন। মানুষ ঠিক ভোটের দিনে বুঝে নেবেন।

বাতিল 'সিংঘম' মামলা, পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়কে নিয়ে হস্তক্ষেপ করল না হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দায়িত্ব নিয়ে ভোটের মাঝে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে 'দাবাং' মেজাজে হুমকি দিয়েছিলেন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা , যিনি যোগীরাজ্যের 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বলে পরিচিত। ফলতার তৃণমূল প্রার্থীর পরিবারকে হুঁশিয়ারির সেই ভিডিও ভাইরাল হয়।আসলে অজয় পাল

শর্মার সোমবার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর পরিবারের উদ্দেশে ধমক দিচ্ছেন জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক। 'সিংঘম'কে বলতে শোনা গিয়েছে, ''সবাই কান খুলে শুনে রাখুন, কোনও ঝামেলা করলে এমন চিকিৎসা করব না...এখানে জাহাঙ্গিরের পরিবারের লোকজন আছে। তাদের বলছি, ওর লোকজন নাকি হুমকি দিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

গভীর রাতে ববি হাকিমের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় শর্মা পালের 'হুঁশিয়ারি' নিয়ে শোরগোল পড়েছে রাজ্যে। এবার কলকাতার মেয়র তথা কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে পৌঁছে গেল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পর্যবেক্ষক। বিজেপিকে নিশানা করে কলকাতার মেয়র বলেন, "যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী দাপট দেখাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, মানুষ কিন্তু, খুব রেগে আছেন। ভালোভাবে নিচ্ছেন না। আমার পাড়ার লোকেরা যারা হয়তো অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরাও এটা ভালোভাবে নিচ্ছেন না।" রাত পোহালেই কলকাতা-সহ ৭ জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। প্রচার শেষ। ভোটের আগের দিন কিছুটা খোশমেজাজেই দেখা গেল কলকাতা বন্দরের প্রার্থী ববি হাকিমকে। টিভি৯ বাংলাকে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসার কথা জানালেন। ববি বলেন, "গতকাল রাত পৌনে একটার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক চেতলায় আমার বাড়িতে আসে।" নির্বাচনের সময় যাতে কোনও অশান্তি না হয়,

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বাতিল 'সিংঘম' মামলা, পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়কে নিয়ে হস্তক্ষেপ করল না হাই কোর্ট

বেড়াচ্ছে শুনছি। ওকে বলে দেবেন এসব করলে আমি কিন্তু সব খবর নেব। পরে এমন করব তখন কেঁদেকেটেও লাভ হবে না।" এরপর মঙ্গলবার সরাসরি 'সিংঘম' পুলিশ পর্যবেক্ষক ফলতার প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের পাড়ায় পৌঁছে যান। তাঁকে দেখে জাহাঙ্গীর অনুগামীরা ঘেরাও করেন। 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলা হয়। রীতিমতো তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় সব নিয়ন্ত্রণে ছিল।তিনি অযথা ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন, এই অভিযোগ তুলে অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। কিন্তু সেই মামলা খারিজ করে দিল আদালত। জানিয়ে দেওয়া হল, ভোটের দায়িত্ব পাওয়া পুলিশ অফিসারদের নিয়ে মামলায় ২৯ তারিখ পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না।

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক উত্তরপ্রদেশের 'সিংঘম' অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করে জানান, "অজয় পাল শর্মাকে আটকান। তিনি ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন।" কিন্তু মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় শুনানি হয়নি। তবে মৌখিকভাবে শুনে বিচারপতি জানিয়ে দেন, ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত যারা নির্বাচনের দায়িত্বে আছেন, তাঁদের কারও কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

'হারলেই বিজেপির পথে তৃণমূল?'— অধীরের বিস্ফোরক দাবিতে তুমুল রাজনৈতিক তরজা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূচনা। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী দাবি করলেন, তৃণমূলের বহু নেতা নাকি ইতিমধ্যেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যে ভোটের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, যাঁরা ভোটে হারবেন, তাঁরা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান সুরক্ষিত করতে এখন থেকেই BJP-র সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁর দাবি, বিশেষ করে বহরমপুরের বেশ কিছু তৃণমূল নেতা দল বদলের পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। এমনকি পুরসভা স্তরেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অধীরের বক্তব্য, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় অনেকেই 'রাজনৈতিক নিরাপত্তা' খুঁজছেন। তাঁর কথায়, "আগামী দিনে টিকে থাকতে বিজেপির হাত-পা ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনেকেই।"

এই মন্তব্য ঘিরে পাল্টা আক্রমণে নেমেছে TMC। দলের তরফে কড়া ভাষায় অধীরকে আক্রমণ করে বলা হয়েছে, তৃণমূলের এমন দুর্দিন আসেনি যে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

তৃণমূল নেতা অপূর্ব সরকার কটাক্ষ করে বলেন, অধীর নিজেই বিজেপির 'সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু'। তাঁর দাবি, জেলায় বিজেপির স্বার্থেই কাজ করছেন কংগ্রেস নেতা। পাশাপাশি তৃণমূলের কেউ বিজেপিতে যোগ দেবেন না বলেও দাবি করেন তিনি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচনী সভা থেকে 'ঘোড়া কেনাবেচা'র আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ফল ঘোষণার পর বিজেপি ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে অধীরের মন্তব্য নতুন করে সেই বিতর্কই উস্কে দিল। ভোটের আগে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে—এ কি শুধুই নির্বাচনী কৌশল, নাকি বাস্তবেই অন্দরে চলছে অন্য কোনও সমীকরণ?

(২ পাতার পর)

গভীর রাতে ববি হাকিমের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী

সেই বিষয়ে পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী রীতিমতো সতর্ক করে ফিরহাদকে। একইসঙ্গে বিরোধী দলের এজেন্টদের বুথে বাধা দেওয়া হলে ভালো হবে না বলেও রীতিমতো কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে যান পুলিশ পর্যবেক্ষক।

ফিরহাদ হাকিম তাঁদের বলেন, "চেতলায় কোনওদিন কোনও অশান্তি হয় না। এবারেও হবে না।" সেই সময় পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কমান্ডার কলকাতার মেয়রকে বলেন, যদি কোনও সমস্যা না হয়, তাহলে ভালো হবে। কিন্তু যদি কোনওরকম অভিযোগ এই এলাকা থেকে আসে, তাহলে ভালো হবে না বলেও রীতিমতো কড়া ভাষায় সতর্ক করে যান পর্যবেক্ষক।

গতকাল গভীর রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাঁর বাড়িতে আসা নিয়ে ফিরহাদ বলেন, "নকশাল আমলে যেভাবে রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি হত, একই ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যে এলাকায় অশান্তি নেই, সেখানেও ঝামেলা তৈরি করা হচ্ছে।"

ফিরহাদ আরও বলেন, "চেতলায় বোমা-গুলি তো দূরের কথা, একটা ইটও কোনওদিন পড়েনি। এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা বিজেপির পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। কারণ, মানুষকে ভয় দেখিয়ে মন জয় করা যায় না। আর শান্তিপূর্ণ এলাকায় এই অতিসক্রিয়তা মানুষের মনে ভয় তৈরি করছে। ভাবছেন, যদি সত্যি সত্যি আসে, তাহলে কি মিলিটারি রুল হবে?"

সম্পাদকীয়

ভোট মিটে যাওয়ার পর আরও দু'মাস পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

ভোটগণনা মিটে যাওয়ার পরেও অন্তত ৬০দিন বা দু'মাস কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে পশ্চিমবঙ্গে। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেও বেশ কিছু দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যে মোতায়েন রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ বার সে সময়সীমা আরও বেড়ে দু'মাস হচ্ছে বলে শাহের ঘোষণা। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে তথা আইনশৃঙ্খলা বহাল রাখতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৬০ দিন পশ্চিমবঙ্গে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তথা হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মাস দুয়েক রেখে দেওয়ার ভাবনা সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্নও উঠছে। বিজেপি যদি জয়ের বিষয়ে 'আত্মবিশ্বাসী' হয়, তা হলে তো এ বিষয়েও তারা নিশ্চিত যে, ৪ মে ফলঘোষণার পরে রাজ্যের পুলিশও বিজেপির নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। সে ক্ষেত্রে পুলিশকে দিয়েই তো হিংসা ঠেকিয়ে দেওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন পড়বে কেন? সুকান্তের কথায়, ''প্রথমে বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে যে দলদাসত্বে অভ্যস্ত করে ফেলেছে, তাতে বিজেপি জেতার পরে ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হলে পুলিশ তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্তত এখনই সে বিষয়ে পুলিশের উপরে ভরসা রাখা যাচ্ছে না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখাই একমাত্র পথ।'' দলের কেন্দ্রীয় পদাধিকারী তথা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয়ের সংযোজন, ''সরকার বদলে যাবে, পুলিশ-প্রশাসন বিজেপির নিয়ন্ত্রণে আসবে, সে কথা ঠিক। কিন্তু তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হওয়া ওসি, আইসি-রা রাতারাতি বদলে যাবেন, এমনটা ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাহিনী লাগবে।''কিন্তু বিজেপি যদি সরকার গড়তে না-পারে, তা হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা মেনে তৃণমূলের সরকার কি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৬০ দিন রাজ্যে থাকতে দেবে? সে প্রশ্ন ঘিরেও শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। কারণ, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয়। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা এ নিয়েও যে, বাহিনী রাখার আগাম ঘোষণা করে শাহ কি পরোক্ষে এই বার্তাই আরও একবার দিয়ে রাখলেন যে, বিজেপি-ই সরকার গড়তে চলেছে?

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে বাহিনী মোতায়েন রাখার সময়সীমা বাড়িয়ে নিয়েছিল বিজেপি। এ বার এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার সময়সীমার বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের অবকাশ ঘটেনি। কারণ, শাহ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ঘোষণাটি করেছেন। নির্বাচন কমিশনও তার বিরোধিতা করেনি। কিন্তু ভোটে যদি তৃণমূল ক্ষমতায় ফেরে, তা হলে বাহিনী মোতায়েন রাখার এই ঘোষণা ঘিরে টানাপোড়েন শুরু হতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, ''ক্ষমতায় যে বিজেপি আসছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবু আমরা বাহিনী মোতায়েন রাখব। কারণ, আমরা হিংসায় বিশ্বাসী নই। হেরে যাওয়ার পরে তৃণমূলের কর্মীরা হিংসার শিকার হন, আমরা তা-ও চাই না। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী ৬০ দিন ধরেই মোতায়েন রাখা হবে।'

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পনেরোতম পর্ব)

মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ" আলোচনায় আমরা । এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির । কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায় ? তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে দিল্লির সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শিগগিরই দীনেশ ত্রিবেদী ঢাকা মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পেশাদার কূটনীতিক প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ত্রিবেদী।

অন্যদিকে প্রণয় ভার্মা ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রাসেলসে যোগ দিতে যাচ্ছেন।

৭৫ বছর বয়সী দীনেশ ত্রিবেদী ভারতের রেলমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় তিনি কংগ্রেসের সদস্যও ছিলেন। তবে ২০২১ সালে দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন।

দীনেশ ত্রিবেদীর ঢাকার নতুন হাইকমিশনার হওয়ার ঘোষণা এমন এক সময়ে এলো, যখন ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের পর পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অন্তর্বর্তী নেতৃত্বের সময়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কিছুটা অবনতি ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিবেদীর মতো প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঢাকায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সংস্কৃতেও বঙ্গাঃ, পুণ্ড্রাঃ এইভাবেই আমাদের পূর্বসূরী জাতিগুলোর নাম লেখা হয়েছে।

আবার বাঙালির উৎস প্রসঙ্গেই ব্রাত্য আর্য বা আউটার এরিয়ান (যা একটি ভাষাতাত্ত্বিক ক্যাটিগরি, গ্রীয়ার্সন প্রদত্ত; ক্রমশঃ

· সতর্কীকরণ ·

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভবানীপুরে তৃণমূল-বিজেপির সংঘাত! রিপোর্ট চাইল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের মুখে ভবানীপুর কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। প্রচার শেষ হতেই তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে প্রচারে বাধা, বিরক্ত করা এবং আচরণবিধি ভাঙার মতো একাধিক বিষয় নিয়ে। পরিস্থিতি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশনও। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ইতিমধ্যেই বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন।

ভবানীপুর ভোট বিতর্কে রিপোর্ট তলব মনজ আগরওয়াললের

রাজ্যের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি নজরে থাকা কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম ভবানীপুর। এই কেন্দ্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন বিজেপির প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। সোমবার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে শেষ হয়েছে প্রচারপর্ব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুই দলের তরফেই জোর প্রচার চলে। নিজেদের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসও দেখিয়েছেন দুই প্রধান প্রার্থী। তবে প্রচার শেষ হওয়ার পরেই শুরু হয়েছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পর্ব। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভবানীপুরে প্রচারের সময় দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। কারও বিরুদ্ধে বিরক্ত করার অভিযোগ উঠেছে, আবার কোথাও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও সামনে এসেছে। পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সিইও স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর কমিশন পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। ভোটের আগে কোনও রকম উত্তেজনা বা অশান্তি যাতে না বাড়ে, তার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভবানীপুরের মতো হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোট করানো এবার কমিশনের কাছে বড় পরীক্ষা। কারণ এই কেন্দ্র ঘিরে শুরু থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই অভিযোগের ঘটনাগুলিকে কমিশন বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে।

এদিকে রাজ্যে নির্বাচন চলাকালীন কমিশনের একের পর এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। গত কয়েক দিনে একাধিক আমলা ও পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের জায়গায় নতুন আধিকারিকও নিয়োগ করা হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের সরানো হয়েছে, তাঁদের আপাতত ভোট সংক্রান্ত কোনও কাজে রাখা যাবে না।

এই পদক্ষেপ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীতে এমন ক্ষেত্রে রাজ্যের কাছ থেকে তিন জনের প্যানেল চাওয়া হত বলেও দাবি করেন তিনি। সেই প্রথা এবার মানা হয়নি বলেই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর।

এখন নজর ভবানীপুরের ভোটে। কমিশনের রিপোর্টে কী উঠে আসে এবং ভোটের দিন পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটাই দেখার।

ফলতা-সহ ছ'টি বিধানসভা এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা, বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের আগে ছ'টি বিধানসভা আসনে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এই দফায় রাজ্যের সাত জেলায় মোট ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। সূত্রের খবর, তার মধ্যে অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে এমন ছ'টি কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার ফলতার যুগ্ম বিডিও সৌরভ হাজরাকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর জায়গায় ফলতার নতুন যুগ্ম বিডিও করা হয়েছে রম্য ভট্টাচার্যকে। ফলতাতেই মঙ্গলবার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তৃণমূল। শাসকদলের প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলা হয়েছে।রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী

এরপর ৬ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[তৃতীয় পর্ব]

জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশেও অনুরূপ প্রয়াস হচ্ছে। কর্নাটকের কর্মা মনাস্ট্রি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই মঠ একটি জীবন্ত অরণ্যভূমি যা ১০০ একর জুড়ে রয়েছে। এই অরণ্যে সাতশোর বেশি দেশীয় বৃক্ষকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। বন্ধুরা, বুদ্ধের বার্তা কেবল অতীত নয়, তা আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধপূর্ণিমার এই ক্ষণ আমাদের প্রেরণা দেয় যে আমরা নিজেদের জীবনে শান্তিবৃদ্ধি করি, করুণা গ্রহণ করি এবং সমতা ও ভারসাম্যের সঙ্গে অগ্রসর হই।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই জানেন, আমাদের দেশে এখন ২৩ জানুয়ারি অর্থাৎ নেতাজী সুভাষের জন্মদিন থেকে শুরু করে ৩০ জানুয়ারি অর্থাৎ গান্ধীজীর পূণ্য তিথি পর্যন্ত গণতন্ত্রের মহোৎসব উদযাপন করা হয়। এই মহোৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিটিং রিট্রিট। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে বিটিং রিট্রিট নিয়ে আলোচনা করছি, এর পেছনে একটা বিশেষ কারণ আছে।

বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এই সমারোহ পৃথক পৃথক ব্যান্ডের বিবিধ সংগীত-পরম্পরাকে তুলে ধরে।

গত কয়েক বছর ধরে এতে ভারতীয় সংগীতের সমাবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা দেশের মানুষেরও অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। এবছরের বিটিং রিট্রিট সেরিমনিও অতীব স্মরণীয় ছিল। এয়ারফোর্স, আর্মি, নেভি ও CAPF এর ব্যান্ডরা অত্যন্ত ভালো পারফরম্যান্স করেছিল।

বন্ধুরা, চমৎকার মিউজিকের পাশাপাশি প্রাণবন্ত ফর্মেশন - এর এই অনুষ্ঠান সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এয়ারফোর্স ব্যান্ড সিঁদুর ফর্মেশন তৈরি করেছিল। নেভাল ব্যান্ড মৎস্য যন্ত্র ফর্মেশন করে। আর্মি ব্যান্ডের পারফর্মেন্সে বন্দেমাতরম এর ১৫০ বছর এবং ক্রিকেটে ভারতের সাফল্যও প্রদর্শিত হয়।

বন্ধুরা, বিটিং রিট্রিট সমাপ্ত হওয়ার পর এই সমগ্র পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু এখন এটিকে নিয়ে অত্যন্ত ভালো একটি প্রয়াস হয়েছে। বিটিং রিট্রিটের মিউজিক প্রথমবারের জন্য ওয়েভস ওটিটিতেও পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সময় এটি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাবে। আপনারা এটি অবশ্যই শুনবেন। আমাদের আর্মড ফোর্সেস এবং তাদের পরম্পরা নিয়ে আপনারা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করবেন।

বন্ধুরা, গত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রকৃতি-সংরক্ষণের প্রেরণাদায়ক কাহিনী সামনে আসছে। এই কাহিনীগুলি আমাদের বিশ্বাস যোগায় এবং গর্বে পরিপূর্ণ করে। আমি মন কি বাত-এর শ্রোতাদের সঙ্গে কিছু উদাহরণ ভাগ করে নিতে চাই। এগুলি শুনে আপনাদের মন প্রসন্ন হয়ে যাবে।

ক্রমশঃ

(৫ পাতার পর)

ফলতা-সহ ছ'টি বিধানসভা এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা, বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত কমিশনের

আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে দুই জেলায়। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ব বর্ধমানের দু'টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট এবং কেতুগ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম ও ফলতায় অতিরিক্ত বাহিনী রাখছে নির্বাচন কমিশন। তিনি আরও জানান, এই দফার ভোটে ৩০ শতাংশ অতিস্পর্শকাতর বুথ রয়েছে। প্রথমে যা ঠিক করা হয়েছিল, সার্বিক ভাবে তার থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এই দফায় মোট ২৩৪৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি'! পোস্ট দেখিয়ে অভিযোগ তৃণমূলের, কমিশনকে তোপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের ঠিক আগে মঙ্গলবার এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির মুখপাত্র অজয় অলকের একটি সমাজমাধ্যম পোস্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, ওই পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ‘খুনের হুমকি’ দিয়েছেন বিজেপি নেতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন - উভয় পক্ষকেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে জোড়াফুল শিবির।

মঙ্গলবার তৃণমূলের তরফে একটি ‘স্ক্রিনশট’ শেয়ার করা হয়। সেখানে দেখা যায়, বিজেপি মুখপাত্র অজয় অলক একটি পোস্ট করেছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই পোস্টের ভাষা তিন বারের নির্বাচিত একজন নারী মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে চরম অবমাননাকর এবং প্রাণহানিকর। যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাল্টা মুখ খুলেছেন অজয় অলক। তিনি পাল্টাপোস্টে দাবি করেছেন, “আপনারা কি হিন্দি বোঝেন না? সমবেদনা পাওয়ার চেষ্টা করবেন না। গুলি করা আপনাদের সংস্কৃতি, আমাদের নয়।”

তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখা হয়েছে, “ইউপি-বিহারের ‘গুলি মারো’ আর ‘ঠোক দো’ সংস্কৃতি এবার বাংলায় আমদানি করতে চাইছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহের আশ্রয়েই এই ধরনের কুৎসিত সংস্কৃতি মান্যতা পাচ্ছে। বাংলার মানুষ ইভিএমে এর কড়া জবাব দেবে।” তৃণমূল আরও প্রশ্ন তুলেছে, যদি রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই এভাবে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হয়, তবে বাংলার সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের একবার সরব হয়েছে শাসক দল। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নাম উল্লেখ করে তৃণমূল লিখেছে, “কমিশন চুপ কেন? জ্ঞানেশ কুমারের চোখের ওপর থেকে ঠুলি আদৌ সরবে?” উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি কুরুচিকর মিম ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় কমিশন পুলিশকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেও, ‘খুনের হুমকির’ মতো গুরুতর অভিযোগে কমিশন কেন এখনও নীরব দর্শক, সেই প্রশ্নই তুলছে নবান্ন।

ভোটের প্রচার শেষ হওয়ার পর যখন শান্তিতে ভোটদান সম্পন্ন হওয়ার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে এই ‘হুমকি-বিতর্ক’ রাজনৈতিক উত্তাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। বিজেপি মুখপাত্রের এই মন্তব্যের জেরে শেষ পর্যায়ের ভোটে ভোটারদের মনোভাবের ওপর কোনও প্রভাব পড়ে কি না, এখন সেটাই দেখার। ৪ মে-র নির্বাচনী ফলাফলই হয়তো এই ‘কুৎসিত’ রাজনীতির প্রকৃত বিচার করবে।

সিনেমার খবর

ঐশ্বরিয়ার পর মৃণালের প্রেমে ধানুশ, মুখ খুললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালের নভেম্বর দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় বর্ষীয়ান অভিনেতা রজনীকান্তের মেয়ের ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে অভিনেতা ধানুশের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপরই চারদিকে মৃণাল ঠাকুরের সঙ্গে এ অভিনেতার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। একসঙ্গে দুই তারকাকে বহু জায়গায় দেখাও গেছে। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বিয়ের গুঞ্জনও। অবস্থা এমন হয় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি ভুয়া বিয়ের ভিডিওও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মৃণাল-ধানুশ তবু চুপ।

ধানুশের সঙ্গে গোপনে প্রেম, বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন—এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বছরের শুরুতে বিনোদন দুনিয়ায় এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল— অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুরের নাকি বিয়ে দক্ষিণী জনপ্রিয় তারকা ধানুশের সঙ্গে। যদিও এতদিন ধানুশকে নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও প্রেমজীবন নিয়ে কথা বললেন মৃণাল ঠাকুর।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মৃণাল ঠাকুর বলেন, তার কাজেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চান না তিনি। শুধু তা-ই নয়, তিনি চান না কার সঙ্গে প্রেম করবেন সেটি নিয়ে চর্চা হোক।

খুব শিগগির মুক্তি পাবে মৃণাল ঠাকুর অভিনীত সিনেমা 'ডাকাইত'। এর সিনেমার প্রচার চলাকালে অভিনেত্রী বলেন, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নেই। আমার কাছে প্রেমের জন্য কোনো সময় নেই। প্রচার শেষ হলেও পায়ের একটা অস্ত্রোপচার করতে হবে। লিগামেন্টে যে সমস্যা হয়েছে, সেটি ঠিক করতে হবে।

ফের বাবা-মা হচ্ছেন রণবীর-দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আবারও নতুন অতিথি আসার সুখবর দিলেন বলিউড দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। জনপ্রিয় এই তারকা দম্পতি আবারও বাবা-মা হতে যাচ্ছেন। রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেয়ে দুয়া পাড়ুকোন সিংয়ের একটি মিষ্টি ছবির মাধ্যমে দীপিকা তার দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবরটি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

দীপিকার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, দুয়া হাতে ধরে আছে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট- যেখানে স্পষ্ট দুটি লাল দাগ। পাশে ফ্রেমে ধরা পড়ে রণবীর ও দীপিকার হাতও। দুয়ার এই ছবি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

ক্যাপশনে দীপিকা কোনো দীর্ঘ লেখা না লিখে শুধু 'ইভিল আই' ইমোজি ব্যবহার করেছেন।

সুখবর প্রকাশের পর থেকেই বলিউড তারকারা অভিনন্দন জানাতে শুরু করেন। পরিণীতি চোপড়া ও সামান্থা রুথ প্রভুর মতো অনেকেই দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভক্তরাও কমেন্টে ভালোবাসা জানাচ্ছেন— অনেকেই লিখছেন, "দুয়ার জন্য এবার নতুন খেলার সঙ্গী আসছে।"

২০১৮ সালে ইতালিতে বিয়ে করার পর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন দীপিকা। বর্তমানে তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে 'কিং' এবং আল্লু অর্জুনের সঙ্গে 'রাকা' ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

অন্যদিকে রণবীর সিং তার সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ধুরন্ধর' ছবির সাফল্যের পর নতুন কাজ 'প্রলয়'-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অনেক সিনেমা থেকেই বাদ পড়েছি: প্রিয়াঙ্কা

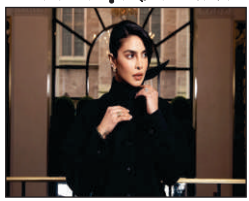

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড থেকে হলিউডে সফল ক্যারিয়ার গড়া অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তাকে বারবার প্রত্যাখ্যান ও নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বলিউডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তার ক্যারিয়ারে বড় প্রভাব ফেলেছিল এবং কখনো কখনো তিনি মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছিলেন।

প্রিয়াঙ্কা জানান, একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও সহ-অভিনেতার আপত্তির কারণে তাকে সেই প্রজেক্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়। শুটিং চলাকালেই সেটে এসে তাকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

স্বজনপোষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুরুতে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তার ভাষায়, 'আমি ভাবতাম সবাই নিজের সন্তানের ভালো চায়, পরে ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব রাজনীতি বুঝতে পারি।'

ক্যারিয়ারের শুরুতেই একাধিকবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি একসময় পেশা পরিবর্তনের কথাও ভেবেছিলেন বলে জানান এই অভিনেত্রী। তবে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের প্রতি আগ্রহই তাকে ধরে রেখেছে।

তিনি আরও বলেন, এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পরও পরে জানানো হয়েছে, তাকে আর প্রয়োজন নেই।

দুরন্ত বোলিংয়ে বেলাইন রাজধানী এক্সপ্রেস, একপেশে 'বদলা' আরসিবির!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবার দেখলে চোখ কচলাতে হতে পারে, এটা আদৌ কি ক্রিকেট ম্যাচ চলছে নাকি ফুটবল? স্কোরকার্ড বলছে ৮-৬। ওভার ? মাত্র ৪। প্রথম ৬ জন ব্যাটারের স্কোর? ০, ১, ১, ০, ৫, ০। এমতাবস্থায় অরুণ জেটলির দর্শক হয়ত ভেবে নিয়েছিলেন ২০১৭ রানের আরসিবির করা ৪৯ রানের রেকর্ড নাহয় আজকেই ভেঙে যায়! কিন্তু সেসব কিছুই হল না। দিল্লিকে ৪৯ রানের গন্ডি টপকাতে সাহায্য করলেন চন্দননগরের অভিষেক পোড়েল। তাঁর ৩৩ বলের ৩০ রানের ইনিংসের সৌজন্যেই ৭৫ রান করল দিল্লি ক্যাপিটালস। যদিও তাতে লাভের লাভ কিছুই হয়নি। ৭ ওভারের মধ্যেই ৭৭ রান তুলে হেলায় ম্যাচ জিতল আরসিবি।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরসিবি। ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই ভুবনেশ্বর কুমারের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান ১৮ বছরের কিশোর সাহিল পরখ। আজ আইপিএলে অভিষেক করলেন নাসিকের সাহিল। কিন্তু তাঁর প্রথম ম্যাচ একদমই স্মরণীয় করে রাখলেন না ভুবি। তারপর থেকেই যেন ধস নামল দিল্লির ব্যাটিংয়ে। যে দিল্লি পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ২৬৪ রান করেছিল, তারা আজ যেন শুরু থেকেই বেলাইন হয়ে গিয়েছিল। গত ম্যাচে ১৫২ রান করা কে এল রাহুল আজ ৩ বলে ১ রান করেই আউট হয়ে গেলেন। তারপরেই ল্যান্ডফল! ৮ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায় দিল্লির। অরুণ জেটলির পিচে তখন যেন ভুবি ও হ্যাজলউড আগুন ঝরাচ্ছেন। ৮/৬ থেকে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেন অভিষেক পোড়েল ও ডেভিড মিলার। তবে রসিখ সালামের বলে আউট হয়ে ফিরলেন ডেভিড মিলার (১৯)। ১৩ বলে ১২ রানে ফিরলেন কাইল জেমিসন। দুর্দান্ত স্পিনে সুয়শ শর্মা বোল্ড করলেন কুলদীপ যাদবকে (১২)। ১৭ ওভারের মধ্যেই ৭৫ রানে শেষ হয়ে গেল দিল্লির ইনিংস। ৩ ওভার বল করে ৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেলেন ভুবনেশ্বর কুমার। ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেলেন হ্যাজলউড। এঁদের হাতেই গতবছর ফাইনালে পাঞ্জাবকে ধরাশায়ী করেছিল আরসিবি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তোলেন জেকব বেথেল (২০)। বেথেলের আউট হওয়ার পর জলদি ম্যাচ শেষ করার দায়িত্ব নেন দেবদত্ত পাদিক্কাল। ১৩ বলে ৩৪ রান করে অপরাজিত থাকেন দেবদত্ত। দলের প্রাণভোমরা বিরাট কোহলি অপরাজিত রইলেন ১৫ বলে ২৩ রানে। আজকের ম্যাচে কোহলি ছুঁলেন টি২০ ক্রিকেটে ৯০০০ রানের অনন্য রেকর্ড। সেই সঙ্গে ৯ উইকেটে জিতে নিজেদের প্লে-অফের রাস্তা আরও প্রশস্ত করল আরসিবি।

২০২৪ সালে ইডেনে কেকেআর ম্যাচ ১ রানে হারার পর থেকেই যেন আমূল বদলে গিয়েছে আরসিবি। ২০২৪ এ টানা ৬ ম্যাচ জিতে প্লে-অফে কোয়ালিফাই করেছিল বেঙ্গালুরু। ২০২৫ সালে পাঞ্জাব কিংস কে হারিয়ে প্রথম আইপিএল জয়। ২০২৬ এ দুই ম্যাচ হারলেও এখনও অপ্রতিরোধ্য লাগছে কোহলিদের। আইপিএলের ইতিহাসে পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একমাত্র দুই দল। ২০১০ ও ২০১১ সালে চেন্নাই, এবং ২০১৯-২০ সালে মুম্বই। এই বছর জিতলে তৃতীয় দল হিসেবে জিতবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু তাঁদের সামনে এখন কাঁটা একটাই। এই আইপিএলে এখনও অপ্রতিরোধ্য ও অপরাজেয় থাকা পাঞ্জাব। এই বারও ২০২৫ সালের আইপিএলের ফাইনালের রিপিট যদি ৩১ মে চিন্নাস্বামীতে হয়, তাহলে বোধহয় অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

মেসি-রোনালদো-নেইমারের ধারেকাছেও নন ভিনিসিয়ুস: মিরান্ডা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের অন্যতম প্রধান তারকা। ক্লাবটির সাম্প্রতিক সাফল্যে তার অবদান অসাধারণ। লা লিগা, উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক বড় শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। তবে এখনই তাকে লিওনেল মেসি, নেইমার কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো কিংবদন্তিদের কাতারে ফেলা ঠিক হবে না বলে মনে করেন ব্রাজিলের সাবেক ডিফেন্ডার হোয়াও মিরান্ডা।

ইউরোপীয় ফুটবলে একসময় আধিপত্য বিস্তার করা মেসি-রোনালদো-নেইমার যুগ এখন অনেকটাই শেষ। এই তিন তারকা বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে খেলছেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ইউরোপের মঞ্চে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন ভিনিসিয়ুস। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে তিনি তিনবার করে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ এবং দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। বিশেষ করে ২০২৩-২৪ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতে দলকে ঐতিহাসিক তিন শিরোপার স্বাদ এনে দেন।

তবুও মিরান্ডার মতে, কিংবদন্তি হতে গেলে ভিনিসিয়ুসকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। মারিও সুয়ারেজের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভিনির গুণাবলি অনেক, কিন্তু তিনি এখনো মেসি, নেইমার বা রোনালদোর স্তরে পৌঁছাতে পারেননি।

মিরান্ডা মনে করেন, আধুনিক ফুটবলে প্রয়োজনীয় গতি, শক্তি ও ফিটনেস—সবই আছে ভিনিসিয়ুসের মধ্যে। কিন্তু মেসি বা নেইমারের মতো সহজাত প্রতিভা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে গভীর সংযোগ তৈরি হয়, সেখানে ভিনি কিছুটা পিছিয়ে। তাঁর ভাষায়, ভিনির মধ্যে যেন এমন কিছু একটা ঘাটতি আছে, যা তাকে সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।

বর্ণবাদ ইস্যুতেও প্রায়ই আলোচনায় থাকেন ভিনিসিয়ুস। মাঠে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় থেকে শুরু করে দর্শকদের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর ঘটনাও দেখা গেছে একাধিকবার। তবে স্পেনে দীর্ঘ সময় খেলার অভিজ্ঞতা থেকে মিরান্ডা বলেন, তিনি নিজে কখনো বর্ণবাদের শিকার হননি। তাঁর মতে, অনেক সময় এমন মন্তব্য কেবল খেলোয়াড়ের মনোযোগ নষ্ট করার কৌশল হিসেবেই ব্যবহার করা হয়।

চোটে জার্মান ফরোয়ার্ডের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি মৌসুমে হয়তো আর খেলতে পারবেন না বায়ার্ন মিউনিখ ফরোয়ার্ড সের্জে গ্যানাব্রি। এমনকি জার্মানির জার্সিতে তার বিশ্বকাপে খেলাও শঙ্কায় পড়েছে।

গ্যানাব্রির ডান উরুর অ্যাডাক্টর পেশি ছিঁড়ে গেছে। তাই লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে যাচ্ছেন তিনি। শনিবার এই খবর দিয়েছে তার ক্লাব বায়ার্ন।

তার ইনজুরি কতটা গুরুতর এবং কবে মাঠে ফিরবেন, তা ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ট্রেবল জয়ের মিশনে থাকা বায়ার্নের চলতি মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোতেও খেলতে পারবেন না বলে মনে হচ্ছে।

রবিবার রাতে স্টুটগার্টের বিপক্ষে হোম ম্যাচে না হারলে বুন্দেসলিগা শিরোপা চার ম্যাচ আগেই নিশ্চিত করে ফেলবে বায়ার্ন। তারপর বুধবার জার্মান কাপ সেমিফাইনালে বেয়ার লেভারকুসেনের মুখোমুখি হবে তারা। প্যারিস সেন্ট জার্মেইর সঙ্গে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল।

গত সপ্তাহে বুন্দেসলিগায় গোলের রেকর্ড ভাঙে বায়ার্ন, যার মধ্যে আটটি গোল করেছেন গ্যানাব্রি। গোল করিয়েছেন সাতটি। জার্মানির হয়েও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রতি ম্যাচে শুরু থেকে খেলেছেন তিনি। মার্চে দুটি প্রীতি ম্যাচেও তাকে দেখা গেছে। জুলিয়েন নাগেলসমান যে তাকে বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় রেখেছেন, সেটা না বললেও চলে। কিন্তু তার চোটে বড় ধাক্কা খেল জার্মানি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR